ধানের বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং দমনে করণীয়

চলতি রোপা আমন মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং এর আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাচ্চা ও পূর্নবয়স্ক বাদামি গাছ ফড়িং উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। এক সাথে অনেক গুলো পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে গাছ প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায় এবং দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর এ ধরনের ক্ষতিকে 'হপার বার্ণ' বা 'ফড়িং পোড়া' বলে। ধানের শীষ আসার সময় বা তার আগে 'হপার বার্ণ' হলে কোন ফলনই পাওয়া যায় না। কৃষক এই পোকার আক্রমণ সনাক্ত করার পূর্বেই পোকা অতিদ্রুত মাঠের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে ফেলে। জলাবদ্ধ এলাকায় অনুকুল পরিবেশ থাকায় আমন ধানে বাদামী গাছফড়িং এর প্রাথমিক বংশবিস্তার হয় যা পরবর্তীতে আশে পাশের ধান ক্ষেতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

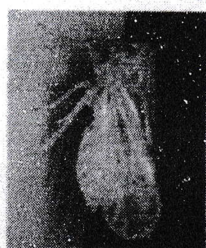
বাদামি গাছফড়িং

বাচ্চা বাদামি গাছফড়িং

বাদামি গাছফড়িং আক্রান্ত জমি

এ পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে (ক্ষেতের অধিকাংশ গাছে চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছ ফড়িং বা উভয়ই) নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অথবা অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
Celastrus angulatus	বায়োচমক	১.৫ লিটার
এজাডিরাক্টিন ১.২%	নিমাজল ১.২ইসি	২.০ লিটার
পাইমেট্রোজিন	প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম
থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ ডব্লিউজি	৬০ গ্রাম
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.৩ কেজি
ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১২৫ এমএল
এবামেক্টিন	সানমেক্টিন ১.৮ ইসি	১.০ লিটার
এসিফেট	এসাটাফ ৭৫ এসপি	৭৫০ গ্রাম
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০ এসপি	৫০ গ্রাম
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.০ লিটার
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.২ কেজি

কীটতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর